

## "বেহেস্তের সোজা পথ"

(সৈয়দ হাবিবুর রহমান)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

'ইহুদিনাস্ সিরাতাল মুস্তাকিম' সিরাতে মুস্তাকিম এর অর্থ হলো পরহেজগারদের রাস্তা। জনাব হাবিবুর রহমান নির্বাচনের পরে বেহেস্তের সোজা পথ দেখাতে আমাদের শহরে আর আসেন নি। পথের কাক্সালগণ সত্য সঠিক পথে আছে কি না পরখ করার লক্ষ্যে এবারে ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, ঐ সোজা পথের ব্যাখ্যা নিয়ে যিনি উপস্থিত হলেন, তিনি হলেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ মোলানা নুরুল ইসলাম (ওলিপুরী)। মোলানা ওলিপুরীর বিশেষত্ব হলো তিনি অনর্গল শুদ্ধ বাংলায় কথা বলতে পারেন এবং তিনি প্রখর যুক্তিবাদী। হুজুর নুরুল ইসলাম তিনি ওয়াজ মহফিলকে দুই পর্বে বিভক্ত করলেন। প্রথম পর্বে ছিল আদম (আঃ) ও বিবি? হাওয়া (হাওয়ার নামের পূর্বে বিবি, আদমের নামের পূর্বে কি হওয়া উচিত, কোথায় যেন গোলমাল আছে) বেহেস্ত থেকে কেন বিতাড়িত হলেন, কোন্ পথে, কিভাবে, কেন পৃথিবীতে আসলেন। এই পৃথিবীতে প্রেরণ আর বেহেস্ত থেকে বিতাড়নের মধ্যে অন্তর্বিহীত আল্লাহর উদ্দেশ্য কি ছিল। দ্বিতীয় পর্বে, ছিল কোন্ পথে কিভাবে আবার বেহেস্তে ফিরে যাওয়া যাবে।

হুজুর বলছেন "মন্জিলে মকসুদ বা গন্তব্যস্থান বেহেস্তে যাওয়ার পথ সাতটি। এই সাতটি পথের সাতদল পথিক। ভিন্নমত বা ভিন্ন পথের কারণে সাত দল হয় নাই, বরং পথিকদলের ভিন্ন গতির কারণে সাত দল হয়েছে। গন্তব্যস্থান একটা ই। উদাহরণ সুরূপ বলা যেতে পারে- সাতদল পথিক ইংল্যান্ড থেকে স্কটল্যান্ড যাবেন, তন্মধ্যে কেউ যাচ্ছেন গাড়িতে, কেউ মটর বাইক দিয়ে, কেউ সাইকেলে চড়ে। সত্যবতই সাতদল পথিক ভিন্ন সময়ে একই গন্তব্য স্থানে পৌঁছবেন। একজন অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ, যিনি হাইওয়ে কোড বুঝেন না, ড্রাইভিং জানেন না, Road Map বুঝেন না তার পক্ষে যেমন ইংল্যান্ড থেকে স্কটল্যান্ড যাওয়া অসম্ভব, তেমনি বেহেস্তের পথ সম্মুখে অজ্ঞান, অজ্ঞ মানুষের পক্ষে পথ সন্ধান করে বেহেস্তে যাওয়া অসম্ভব। বেহেস্তে যাওয়ার এই সাতটি পথ ই, সেই পথ সম্মুখে জ্ঞানী, অবগত, আলীম শিক্ষিত লোকের জন্য। এখন কথা হলো যারা পথের সন্ধান যানেননা তাদের বেহেস্তে যাওয়ার উপায় কি? আল্লাহ পাক সেই সহজ সরল সোজা পথটি তার অশিক্ষিত মুমিন বান্দাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন, কোরআন মজিদের সর্বপ্রথম সুরায়- 'ইহুদিনাস্ সিরাতাল মুস্তাকিম'। পরহেজগারদের রাস্তা। আর তোমরা তাদের সঙ্গ ধরো যাদেরকে আমি পুরুষত্ব করেছি। *সিরাতাল লাজিনা আনআমাতা আলাইহিম।*

যে পথের পথিকদল সর্ব প্রথম বেহেস্তে যাবেন, সে পথের নামটি হলো *সিরাতুল আম্বিয়া* বা নবীগণের পথ। সর্ব শেষ অর্থাৎ সপ্তম পথটি হলো *সিরাতে ওরাসাতুল আম্বিয়া* বা নবীগণের প্রতিনিধিদের পথ, অন্যকথায় *আহলে সূন্নাতুল জামাত* এর পথ। শেষোক্ত দলটির সাথে হওয়া ব্যতীত অশিক্ষিত লোকের জন্য বেহেস্তে যাওয়ার বিকল্প কোন পথ আর নেই। প্রশ্ন হলো *আহলে সূন্নাতুল জামাত* এর পরিচয় কি?

হুজুরে করিম (দঃ) বলেন- কেয়ামতের দিনে বনি-ইসরাঈলদের মধ্যে ৭২টি দল হবে, আর উম্মতে মুহাম্মদী হবে ৭৩ দলে বিভক্ত। মুসলমানদের ৭৩ দলের ৭২টি দলই হবে জাহান্নাম বাসী, আর একটি মাত্র দল হবে জান্নাতবাসী যারা উপরোল্লিখিত সাতটি দলের যে কোন একটির অন্তর্ভুক্ত। জাহান্নামী ৭২ দলের লোক নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত সহ ইসলামের সব কিছুই মানবে, করবে কিন্তু তা হবে শুধু লোক দেখানো। এদের বিরাট একটি দল হবে কোরআন হাদিসের তফসিরকারক তথাকথিত আলেম সমাজ। তারা জেনে বুঝে কোরআন হাদিসের অপব্যাখ্যা করবে নিজের সার্থে। কিছু কিছু ইসলামিক অনুষ্ঠানাদি করবে তাদের মনগড়া পদ্ধতিতে। উদাহরণ সুরূপ- বৎসরে মুসলমানের ঈদ দুটি, এ কথা মুহাম্মদ (দঃ)

মদিনায় পরিষ্কার ঘোষনার মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। নবী করিম (দঃ) তিনিই জন্মদিনে সপ্তাহের প্রতি সোমবার রোজা রাখতেন আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করতেন। তাহলে হুজুর (দঃ) এর জন্মোৎসব দাঁড়ালো বৎসরে ৫২টি। তবে আজকাল যে আলেম সমাজ ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করেন এই ঈদের সিরিয়েল নাম্বারটা কত হলো? এটা কি বৎসরের তৃতীয় নং ঈদ, নাকি নবীজির ৫৩ নং জন্মোৎসব? এই হলো মনগড়া ইসলাম পালনের নমুনা। যারা মনগড়া ইসলাম পালন করে নবীজি তাদেরকে **বিদা-তি** আখ্যা দিয়েছেন। আর বলেছেন '**কুল্ল বিদা-তুন দালালা, ওয়া কুল্ল দালালাতুন ফি-ন্নার**'। এরা বাহিরে নারী নেতৃত্বের বিরোধী, ভেতরে ক্ষমতালোভী, কখনো হাসিনার আঁচলে কখনো খালেদার আঁচলে, কখনো সাম্প্রদায়িক, কখনো অতি মানবিক হয়ে পূজা পার্বণে উপস্থিত। তারপর আরেক দল আছে নবীজিকে শেষ নবী বলে মানেনা, খতমে নবুওত বিরোধী (কাদীয়ানি) আরেক দল হজরত আয়েশার স্ত্রীতে সন্দীহান (শিয়া), আরেক দল মাজার পূজারী (মোরফতি) এই ভাবে মুসলমানের ৭২ দলই হবে দোজখবাসী।"

উপস্থিত শ্রোতামন্ডলীর হাস্যোজ্জ্বল চেহায়ায় অসীম আশা ও তৃপ্তিবোধ লক্ষ্য করলাম। তারা যে **বিদাতি** দলের লোক নয় এবং বেহেশতের পথিকদের দলে আছেন এ ব্যাপারে তারা সুনিশ্চিত। আমার এক আত্মীয়, আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, আমার কাছে এসে বললো- 'সাপ ও গর্তে যাবার আগে সোজা হয়ে ঢুকে। আপনাদের মত মানুষকে আমাদের দলের ওয়াজ মহফিলে পেলে বড় ই আনন্দ লাগে।' আমি জিজ্ঞেস করলাম-

- আজকের ওয়াজ মহফিলের Agenda set করেছেন কে?
- আমরা করেছি। আপনি বুঝি কিছুই জানেন না। যুক্তরাজ্য জামাত সংগঠন ইসলামিক ফোরাম দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর ছেলেকে আমাদের মসজিদে এনে মিটিং করতে চায়, লিফলেট ছেড়ে দিয়েছে, মসজিদের দেয়ালে ঝুলানো দেখেন নি? হাওয়া সাংঘাতিক গরম
- না আমি তা লক্ষ্য করিনি।
- আরে সাহেব, কারবালা হবে, কারবালা। হুজুর বলেছেন ইসলাম জিন্দা হতা হায় হর কারবালা কে বা-দ।
- তাতে যে সমাজের ক্ষতি হবে, মসজিদ বন্ধ হয়ে যেতে পারে।
- এক কাজ করেন। আগামী শুক্রবার বাদ জুম্মা মুরুবীগন সারা শহরের বৈঠক ডেকেছেন, আপনি আসবেন, ট্রাউজারের নীচে বা পাঞ্জাবীর পকেটে একটা কিছু রাখলে ভাল হয়।
- এ অবস্থা?
- আবস্থা তো বুঝা যাবে আগামী মঙ্গলবার রাত ১২ টার পরে। যদি তারা বাক অফ হয় তো রক্ষা, নইলে খুন খারাবী হয়ে যাবে লাশ পড়বে লাশ।

চলবে-

